বণিক বার্তা

প্যানেল আলোচনায় বক্তারা : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক ও গবেষণার ঘাটতি রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক| ০১:৩২:০০ মিনিট, এপ্রিল ৩০, ২০১৯

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় যোগ্য শিক্ষক ও গবেষণার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় গবেষণার প্রসার ঘটানো, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিআইডিএস ক্রিটিক্যাল কনভারসেশনস ২০১৯-এর দ্বিতীয়

ও সমাপনী দিনে গতকাল সকালে আয়োজিত ‘কোয়ালিটি অব এডুকেশন অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েট আনএমপ্লয়মেন্ট’ শীর্ষক এক আলোচনায় এ কথা উঠে আসে।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর ড. এসএম নুরুল আলম, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের (ইউল্যাব) উপ-উপাচার্য ড. শামসাদ মর্তুজা প্রমুখ। ‘কোয়ালিটি অ্যান্ড রেলেভেন্স অব হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মিনহাজ মাহমুদ। উপস্থাপনায় দেশের শিক্ষা খাতের বিভিন্ন অর্জন ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়।

ড. মিনহাজ মাহমুদ বলেন, গত এক দশকে দেশের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। নারীর অংশগ্রহণও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। তবে উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার এখনো অনেক কম। এক হিসাবে দেখা গেছে, দেশে ১৮-এর বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার মাত্র ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। আবার এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা স্নাতক ডিগ্রি হয়ে বের হচ্ছেন, তাদের কর্মসংস্থানের হারও খুবই কম। এমনকি যারা যত বেশি শিক্ষিত, তারা তত কম চাকরি পাচ্ছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা ও চাকরির বাজারের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়হীনতা রয়েছে। এতে একদিকে চাকরির বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের স্নাতক পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে অনেকেই স্নাতক হয়েও বেকার।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক ড. এসএম নুরুল আলম বলেন, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয়; বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। এর প্রভাব পড়ছে সার্বিক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে। আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ট্রাস্টি সদস্যদের প্রভাবের কারণে উপাচার্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। সব মিলিয়ে দুই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়েই সংকট রয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত একে অন্যের ভালো দিকগুলো অনুসরণ করা। যেমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকদের ইভ্যালুয়েশন ব্যবস্থা রয়েছে, যেটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এটি তারা অনুসরণ করতে পারে।

এ সেশনে মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। তাই আমাদের সবার আগে সেখানে নজর দিতে হবে। সেখান থেকেই শিক্ষার্থীদের সঠিক পন্থায় গড়ে তুলতে হবে। সে ধারাবাহিকতায় পরের স্তরগুলোয় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

‘ডেমোক্রাইজেশনস অব দি ইকোনমি: ভিশনস, পলিসিস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস’ শীর্ষক আরেক প্যানেল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। প্যানেল আলোচক ছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. হামিদা হোসেন ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মির্জা এম হোসেন।

এ সেশনে ‘ডেমোক্রাইজেশনস অব দি ইকোনমি ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. কাজী আলী তৌফিক। তিনি বলেন, দেশের অর্থ ব্যবস্থায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অন্যদের ওপর ক্ষমতার চর্চা করে। এর মাধ্যমে তারা এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আবার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় ঊর্ধ্বতনরা অধীনদের ওপর ক্ষমতা চর্চা করেন। এই যে এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বা ঊর্ধ্বতনর সঙ্গে অধীনের সম্পর্ক কিংবা লেনদেন, সেখানে কতটুকু গণতন্ত্র চর্চা হয়, আমাদের সেটি দেখতে হবে। জবাবদিহিতা বা স্বচ্ছতা ছাড়া অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, আমাদের পেশাজীবীরাই গণতন্ত্র চান না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক—কেউই জবাবদিহিতা চান না। তাদের কেউ জেলা শহরে যেতে চান না। সবাই ঢাকায় থাকতে চান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই ঢাকাকেন্দ্রিকতা বড় বাধা। আমাদের এ ধারা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা খুবই খারাপ। নিয়ন্ত্রণ না থাকায় লাগামহীনভাবে ওষুধের দাম বাড়ছে। কয়েক বছরের ব্যবধানে ওষুধের মূল্য বেড়েছে কয়েক গুণ। এতে ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যয়ের হার বেড়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, এই যে সবাই ঢাকাকেন্দ্রিক, এর কারণ হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত

হচ্ছে। সবাই ছেলেমেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে চান। জেলা শহর বা গ্রামে গেলে তো সেখানে ভালো প্রতিষ্ঠান পাবেন না। যদিও একসময় জেলা স্কুলগুলো ভালো ফলাফল অর্জন করত, বোর্ডে স্ট্যান্ডও করত।